মেহেরপুরের উজলপুরে ঈদ আনন্দ উদযাপন

মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামে সাজিপাড়া যুব সংগঠন আয়োজিত এক বিশাল খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছিল।

খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন উজলপুর গ্রামের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ। খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল বিবাহিত অবিবাহিত দের মধ্যে দড়ি টানাটানি, মুরুব্বিদের বেলুন ফাটানো, যুবকদের তেল মাখানো কলাগাছে ওঠা, কিশোরদের জন্য ছিল মোরগ লড়াই, আরো ছিল সকলের জন্য হাড়িভাঙ্গা সহ বিভিন্ন খেলা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী মাস্টার।

তিনি বলেন, খেলাধুলা অবশ্যই আমাদের সমাজকে কলুষমুক্ত রাখে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের একটু ভেবেচিন্তে এই ধরনের আয়োজন করতে হবে। বর্তমানে এই মহামারী আমাদের আপনজনদের প্রাণহানি ঘটাচ্ছে। হারাতে হচ্ছে আমাদের প্রিয় মানুষ গুলোকে।

তাই আমরা নিয়মিত মাক্স ব্যবহার করব হাত ধোব সচেতন থাকবো। অবশ্যই করো না কাল উত্তরন হলে সকল ধরনের বিনোদনের সাথে আমি আছি ছিলাম থাকবো। কোন ধরনের সহযোগিতা লাগলেও আমিন করব। তবে এই সময়টা আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সুমন রেজা, ইয়াসিন আলী, মোজাম্মেল হক, আব্দুল আহাদ, আব্দুল আলিম, প্রমুখ।

বিশেষ অতিথি সুমন রেজা তিনি জানান, আমরা ছোট ছিলাম খেলাধুলা খেলেছি খেলাধুলা হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কে সচল রাখে শরীর ভালো থাকে মন ভালো থাকে তাই আমরা আরো বেশি বেশি খেলাধুলা করব কিন্তু করোনা কাল উত্তরণ হলে।

এই খেলাটি আয়োজন করেন উজলপুর সাজিপাড়া যুব সংগঠন। সেচ্ছাসেবী হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম আব্দুল জাব্বার, রাশেদ, লিটন, সহ আরো অনেকে।

খেলাধুলা শেষে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে বিবাহিত অবিবাহিত দের ফুটবল টুর্নামেন্ট

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের কুতুবপুর গ্রামে বিবাহিত অবিবাহিত দের ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল চার টার সময় এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলায় এক দিকে অংশ গ্রহণ করেন কুতুবপুর গ্রামে বিবাহিতরা অপর দিকে অংশ গ্রহণ করেন অবিবাহিতরা।

টুর্নামেন্টে সবেক ইউ পি সদস্য আব্দুল আওয়ালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা আরিফুর রহমান আরিফ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রশিদ, ইয়াছিন আলী, মহাদ্দেছ আলী, দেলোয়ার মাষ্টার, আমজাদ মাষ্টার, শহিদুল ইসলাম, সাবেক ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন মজনু, রাহিবুল ইসলাম প্রমুখ।

সভপতি তার বক্তব্য বলেন, আজকের এই খেলা একটু বিনোদন দেওয়ার জন্য আযোজন করেছি তবে প্রতিবছর বয়স্কদের ও খেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে তবে করোনার জন্য সেটি এবার করিনি তবে করোনা উত্তরন হলে আবারো আয়োজন করবো।

এ বিষয়ে আরিফুর রহমান তার বক্তব্য বলেন, আজকের এই খেলা সুধু খেলায় নয়। এই খেলা তরুন প্রজন্মকে জাগরিত করনের একটি অধ্যায়।দিন দিন আমাদের তরুন প্রজন্ম মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছেন অন্যদিকে বিলিন হয়ে যাচ্ছে আমাদের খেলা ধুলা।

তাই আজকে আমি ৩০ জন তরুন খেলোয়ারের মাঝে জার্সি বুট আন্ডার তুলে

দিলাম এবং তারা যেন মাদকের দিকে না যেয়ে খেলা ধুলায় সময় ব্যায় করে সাথে দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করে। তবে আজকে যে সব খেলোয়াড় বৃন্দ আছো তোমাদের খেলা বিষয়ক যে কোন উদ্যোগে আমি তোমাদের সাথে আছি।

টুর্নামেন্ট টি সঞ্চালনা করেন মোঃ নাদিম মাষ্টার।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়া তে বন্ধুত্বের মেহেরপুরের পক্ষ থেকে মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস বিতরণ

আজ বন্ধুত্বের মেহেরপুরের পক্ষ থেকে মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস বিতরণ করেন সেচ্ছাসেবী দের মাঝে।

সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে করোনা কে জয় করার প্রত্যেয় নিয়ে কাজ করে চলেছে এই গ্রুপ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বন্ধুত্বের মেহেরপুরের এডমিন তুষার হোসেন,মাহমুদুল হাসান স্বজল রেজাউর রহমান মোবারক হোসেন হুছাইন কবির মনজুর আলম বিশ্বাস প্রমুখ।

মাহমুদুল হাসান স্বজল তার বক্তব্য জানান, বন্ধুত্বের মেহেরপুর সহ মেহেরপুরের সকল সেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর ভালো কাজের সাথে বন্ধু হিসেবে থাকবে। এবং সমাজের অসহায় মানুষগুলোর পাশে থেকে সেবা করতে চাই। বর্তমানে আমরা করোনা কালে স্টুডেন্ট স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে যার প্রথম পর্ব শেষ করে আজ রেজাল্ট দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে বন্ধুত্বের সেহেরপুরের সিনিয়র সদস্য রেজাউর রহমান জানান বন্ধুত্বের মেহেরপুরের এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসানীয়। বন্ধুত্বের মেহেরপুরের সকল ভালো কাজের সাথে আমি ও আমারা পাশে

আছি। আমাদের বন্ধুত্ব সুলভ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

ব্লড ডোনেশন ইন মেহেরপুরের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের সিমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ব্লড ডোনেশন ইন মেহেরপুরের তৃতীয় অধিবেশনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আজ।

উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রুপের এডমিন জাহিদ হোসেনের সঞ্চালনার মধ্যে দিয়ে সূচনা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুতুবপুর গ্রামের মহাদ্দেস আলী, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের মডারেটর সহ সকল সদস্য বৃন্দ।

মোহাদ্দেস আলী তার বক্তব্য মধ্যে দিয়ে জানান, এই গ্রুপটি মাত্র দুই মাসের মধ্যে ৬৫ ব্যাগ রক্ত প্রদান করেছেন অসহায় গরীব অসুস্থ মানুষের মাঝে।

এ চাছাড়াও বর্তমানে গ্রুপের সদস্য সংখ্যা হয়ে দাড়িয়েছে ১০০০+ যা সবসময় সেচ্ছায় রক্তদানে নিযোজিত। মানবতার এই কাজে সর্বাত্মক পরিশ্রম করচেন জাহিদ,জাহিদ আরী,রায়হান আলী, জুয়েল রানা, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

ব্লড ডোনেশন ইন মেহেরপুর মেহেরপুর জেলার কোন মানুষ যেন রক্ত সংকটে মৃত্যু বরণ না করে সেই প্রত্যেয় নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। বর্তমানে তারা কঠোর ভাবে মানুষের পাশে দাড়িয়ে সেচ্ছায় কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের পরিবেশন করেছে উন্নত খাবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি কৃত রোগীদের মাঝে পরিবেশন করা হয়েছে উন্নত খাবার। চিকিৎসা সেবা নিতে আসলেও রোগীদের মাঝে খাবারের কমতি নেই এ বছরেও। উন্নত খাবার পেয়ে খুশি রোগী ও তাদের স্বজনরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা রোগীরা পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে খুব সকালে পেয়েছেন নাস্তা। দুপুরে পোলাও ও মাংস। রাতেও দেয়া হবে এই খাবার। শুধুমাত্র রোগীদেরই নয় তাদের স্বজনরা ও এই খাবার থেকে বঞ্চিত হননি।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খাবার বিতরণের দায়িত্ব প্রাপ্তদের নির্দেশ দিয়েছেন আজকে এই ঈদের দিন সকলের খুশির দিন। আমরা যেমন পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দ উল্লাসে ঈদ উপভোগ করছি, ঠিক তেমনই হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা সকলেই এই উল্লাস আনন্দ ভাগাভাগি করে নেবে। তারা হয়তো অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাই তাদের আনন্দের যেন কমতি না থাকে।

সে বিষয়টি লক্ষ্য রেখে অসুস্থ মানুষের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টি এইচ এ এম রিয়াজুল আলমরোগী ও তাদের স্বজনদের মাঝে উন্নত খাবার পরিবেশন করেন।

গতকাল থেকে এ পর্যন্ত ২০ জন রোগী ভর্তি রয়েছেন। তাদের সাথে রয়েছে তাদের স্বজনরাও। ঈদ সকলের খুশি। ঈদ সকলের আনন্দ। এই উপলক্ষ থেকে সকাল থেকে সারাদিন উন্নত খাবার সহ রোগীদের রাখা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থায়।

চিকিৎসা সেবা নিতে আসা কয়েকজন রোগী জানান, আমরা পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ায় বাড়ি যেতে পারিনি। কিন্তু সকাল থেকে আমাদের মাঝে সেমাই, পরোটা, দই মিষ্টি পৌঁছে দিয়েছেন। দুপুরে মাংস পোলাও পরিবেশন করেছেন। রাতেও এমন খাবার দেবেন বলে জানিয়েছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প প কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম জানান, অন্যান্য বছর কি হয়েছে জানিনা তবে আমি গাংনী বাসির চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে জরুরী বিভাগ খুলে রেখেছি। সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করছি রোগীদের। হাসপাতালে অন্যান্য চিকিৎসকরাও চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। যারা পুরোপুরি সুস্থ হতে পারেননি তাদেরকেও পরিবারের অভাবটুকু বুঝতে দেইনি। তাদের মাঝে আনন্দটা ভাগাভাগি করতে পেরে নিজেকে ভালো লাগছে।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরিয়ান এডমিন প্যানেলের পক্ষ থেকে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরিয়ান ফেসবুক গ্রুপ এডমিন প্যানেলের পক্ষ থেকে এক শতাধিক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু, হতদরিদ্র, অসহায় ও অসুস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার পোষাক ও খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সকালে মেহেরপুর সদর কাশ্ব্যবপাড়া, গড় পাড়া, ওয়াবদা পাড়া, মল্লিক পাড়া, ফৌজদারী পাড়া, বামনপাড়া, আমদহ, বারাদী,আশরাফপুর, বিদ্যধার পুর, গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রাম সহ বেশ কিছু স্থানে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী অসহায় দুস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় এডমিন প্যানেলের পক্ষ থেকে এডমিন ফাহিম ও মডারেটর এস আই শাকিল বলেন, সকলেই তো ঈদে পশু কোরবানি করবে দামি পোষাক পরিধান করবে।

কিন্তু এই মানুষ গুলোকে নিয়ে কয় জন ভাবে, তাদের মুখে একটু হাসি ফুটানোর জন্য এই মানুষ গুলোর সাথে ঈদ আনন্দ ভাগ করে নিতেই এই উদ্যোগটি নেওয়া আল্লাহর অশেষ রহমতে বিতরণ কাজ সফলতার সাথে শেষ করা হয়েছে।

অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন মেহেরপুরিয়ান পরিবারের এডমিন প্যানেলের সকল সদস্যবৃন্দ।

মেপ্র/আরপি

কুষ্টিয়ায় জমে উঠেছে ঈদের বাজার

কুষ্টিয়ায় কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে ঈদের বাজার। ক্রেতাদের সরাগমে মুখর হয়ে উঠেছে বিপণীবিতান গুলো। বিশেষ করে শহরের এনএসরোড লাভলী শপিং কমপ্লেক্স, পরিমল টাওয়ার, তমিজউদদীন সুপার মার্কেট, রজব আলী সুপার মার্কেট, বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে ভিড় বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

এসব এলাকার বিপণীবিতান গুলোতেও বিক্রি ভালো হচ্ছে। তবে বিপণীবিতান গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার কথা থাকলেও কোনো বালাই চোখে পড়ছে না।

দোকান মালিকরা বলছেন, করোনা ভাইরাসের কারণে রোজার ঈদে বেচাবিক্রি হয়নি। তবে রোজার ঈদের চেয়ে কোরবানির ঈদে বেচাবিক্রি ভালো হচ্ছে। লকডাউনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে তাদের আরও সময় লাগবে বলে জানান তিনি।

বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে থ্রি পিস কর্ণারের মালিক বলেন, এই ঈদে ভালো বেচাবিক্রি হচ্ছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রেতাদের ভিড় লেগেই আছে।

আসাদুল ইসলাম নামের আরেক বিক্রেতা বলেন, মেয়েদের পোশাকই বিক্রি হচ্ছে বেশি। বিশেষ করে থ্রি-পিস ও শাড়ি বেশি বিক্রি হচ্ছে। আর শিশুদের পোশাক বিক্রি ভালো হচ্ছে।

এনএস রোডের অঙ্গশোভার মালিক কাপড় ব্যবসায়ী বাদশা শেঠ বলেন, এনএস রোডে প্রধানত মধ্যবিত্তরা কেনাকাটা করতে বেশি আসেন। করোনা ভাইরাসের কারণে তারা খুব একটা মার্কেট করতে আসছেন না। এইজন্য কম

বেচাকেনা হচ্ছে।

এনএস রোড দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এসএম কাদেরী শাকিল জানান, শহরের বিভিন্ন মার্কেটে দেড় হাজারের মতো দোকানপাট রয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে গত রোজার ঈদে বেচাবিক্রি হয়নি বললেই চলে। এবার বেশ ভালোই বেচাকেনা হচ্ছে।

তবে লকডাউনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আরো বেশকিছুদিন সময় লেগে যাবে ব্যবসায়ীদের।

মেপ্র/আরপি

গাংনীতে ঈদ উপলক্ষে মাংস বিক্রির

আজ সকাল থেকেই গাংনীর কাথুলী তে ঈদুল আযহা উপলক্ষে বেড়েছে মাংস বিক্রি।

স্থানীয় ক্রেতারা জানান, করোনার কারনে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরে যেন কোরবানি দেওয়া মানুষের সংখ্যা কম। তাই বেড়েছে মাংস কেনার ধুম।

বিক্রেতারা জানান, মাংস বিক্রির পরিমাণ বেশি হলেও দেরি হচ্ছে না খুব। তারা প্রতি কেজি মাংস বিক্রি করছেন ছাগল ৬৫০, গরু ৪৫০, মহিষ ৪৫০ টাকা হারে।

মাংস বিক্রেতা সাহাব উদ্দীন, সালাম, বদরউদ্দি, মালেক জানান, অন্যান্য বারের চেয়ে মাংসের কেজি প্রতি মুল্য অনেক কম। মাংস বিক্রি করতে পারছি দ্রুত।

তবে রোযার ঈদে যে পরিমাণ গরু মহিষ জোবাই করা হয়েছিল তার তুলনায় অনেক কম। তবে জাক জমকের সাথেই চলছে বেচা কেনা।

ক্রেতা ইন্তাজ আলী জানান, এমন বেচাকেনা জাকজমক দেখে মনে হচ্ছে

করোনা যেন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

তিনি আরো জানান, মাংস বিক্রির ধুম বাড়লেও ঈদের নামায দুরত্ব বজায় রেখে নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে।

মেপ্র/আরপি

দেশে একদিনে মৃত্যু ৪৮, শনাক্ত ২৬৯৫

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৬ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা এবং ১৭ জন ঢাকা বিভাগের ও বাকিরা অন্যান্য বিভাগের।

এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মোট মৃত্যু হলো ৩ হাজার ৮৩ জনের। একই সময়ে নতুন করে আরও ২ হাজার ৬৯৫ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট করোনা শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৩৪ হাজার ৮৮৯ জন।

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস বিষয়ক নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানান অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

বুলেটিনে জানানো হয়, দেশের গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগৃহীত হয়েছে ১২ হাজার ৬৬৭ জনের এবং আগের নমুনাসহ ১২ হাজার ৯৩৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট ১১ লাখ ৬৪ হাজার ১৯৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হলো।

এ সময়ে করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ২ হাজার ৬৯৫ জন। ফলে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২ লাখ ৩৪ হাজার ৮৮৯ জন। সেই সঙ্গে আরও ৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মোট মৃত্যু হলো ৩ হাজার ৮৩ জনের।

এছাড়া ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৬৮ জন। পাশাপাশি আজ পর্যন্ত সব মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৩২ হাজার ৯৬০ জন।

বরাবরের মতো করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকতে সবাইকে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, মুখে মাস্ক পরা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি।

সূত্র- ইত্তেফাক

ঈদের দিন হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

কোরবানির ঈদের দিন রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। আজ বৃহস্পতিবার ও কাল শুক্রবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া অফিস বলেছে, ঈদের দিন সারা দেশে ভারি বর্ষণের সম্ভাবনা কম। তবে ওই দিন রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়া অফিস জানায়, এখন এমনিতেই বর্ষাকাল চলছে। ২৭ জুন থেকে বন্যা শুরু হয়েছে। দেশের ৩১টি জেলা বন্যা আক্রান্ত। একদিকে ভারি বর্ষণ, অন্যদিকে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হচ্ছে। অবশ্য ২৭ জুলাই থেকে মৌসুমি বায়ু যতটা সক্রিয়, আগামী শনিবার ঈদের দিন মৌসুমি বায়ু ততটা সক্রিয় থাকার সম্ভাবনা কম। সে কারণে বৃষ্টি হলেও পরিমাণে কম হবে।

আবহাওয়া অফিস আরও জানায়, উত্তরের রংপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাটসহ ওই অঞ্চলে ঈদের দিন বৃষ্টি তুলনামূলক বেশি হতে পারে। এ ছাড়া ময়মনসিংহ বিভাগের আওতায় নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর অঞ্চলেও তুলনামূলক বৃষ্টি বেশি হতে পারে।

অন্যদিকে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ অঞ্চলে ঈদের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর বাইরে অন্য বিভাগগুলোতে থেমে থেমে বৃষ্টি হতে পারে, তবে পরিমাণে কম। রোদও থাকতে পারে। গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ফেনীতে ৮৯ মিলিমিটার। ঢাকায় বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে ৪২ মিলিমিটার।

□□□□□- □□□□ □□□□□□□□